আলংকারিক বামনের মতে দশ অর্থগুণ

— অমৃতা মিত্র,

(পরের অংশ)

(৬) মাধুর্যম্ — 'উক্তিবৈচিত্র্যং মাধুর্যম্'। যা উক্তির বৈচিত্র্য তাই মাধুর্য। যথা রসবদমৃতং কঃ সন্দেহো মধুন্যপি নান্যথা, মধুরমধিকং চূতস্যাপি প্রসন্নরসং ফলম্। সকৃদপি পুন-র্মধ্যস্থঃ সন্ রসান্তরবিজ্জনো, বদতু যদিহান্যৎ স্বাদুস্যাৎ প্রিয়াদশনচ্ছদাৎ। অর্থাৎ, অমৃত রসবান বলে সুস্বাদু- এতে কোন সন্দেহ নেই। অন্য রসজ্ঞ, বিদ্বান একবার নিরপেক্ষ হয়ে বলুক যে, প্রিয়ার অধরপান অপেক্ষা স্বাদিষ্ট পদার্থ এ জগতে আর নেই। সুতরাং বর্ণ্যমান অর্থের প্রকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য অপূর্ব-ভঙ্গীতে প্রকাশ হচ্ছে মাধুর্য। সেজন্য বলা হয়েছে - উক্তির বৈচিত্র্যই মাধুর্য।

(৭) সৌকুমার্য :- অপারুষ্যং সৌকুমার্যম্' :- অর্থাৎ পারুষ্য বা কঠোরতার অভাব সৌকুমার্য, কঠোর অর্থের প্রতিপাদনে কঠোর পদের অপ্রয়োগ হচ্ছে - সৌকুমার্য, যেমন, - মৃতঃ যশঃ, শেষমিত্যাহুঃ। একা-কিনঃ দেবতা দ্বিতীয়ম্ ইতি। গচ্ছেতি যাবয়েতি চ।' এখানে মৃত অর্থ প্রতিপাদনের জন্য যশোমাত্র অবশিষ্ট - এ বাক্যের প্রয়োগ, 'একাকী' অর্থ প্রতিপাদনের

জন্য "দেবতা দ্বিতীয়", অথবা "দেবত-অহায়" পদের প্রয়োগ, এবং কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতে গিয়ে 'যাও' পদের পরিবর্তে 'আসুন' পদের প্রয়োগ, অর্থাৎ অমঙ্গল বা আতঙ্ক-দায়ক অর্থের প্রতিপাদনে প্রিয়-পদের প্রয়োগকে বলা হয় — সৌকুমার্য।

(৮) <u>উদারতা</u> — 'অগ্রাম্যত্বমুদারতা' অর্থাৎ গ্রাম্যতার অভাব উদারতা, এখানে 'কন্যে। কাময়মানং কান্তং কাময়স্ব' — অর্থাৎ হে কন্যে। কামগ্রস্ত প্রিয়কে কামনা কর — এরূপ বললে গ্রাম্যতা দোষ হয়, কারণ প্রিয়কে কন্যা সম্বোধন রুচিবিগর্হিত ও গ্রাম্য, সুতরাং এ প্রয়োগ না করে ঔচিত্য অনুযায়ী প্রয়োগ করা হলে উদারতা গুণের উদ্ভব হয়, যেমন — 'ত্বমেবং সৌন্দর্যা স চ রুচিরতায়াঃ পরিচিতঃ' (হে মালতি, তোমাদের উভয়ের সৌভাগ্যক্রমে সদৃশ মিলন হয়েছে। এরপর 'শেষম' অর্থাৎ পাণিগ্রহণরূপ শুভকর্ম যদি সম্পন্ন হয়, তাহলে গুণেরই জয় স্বীকৃত হবে।) ইত্যাদি — ঔচিত্যশালী - পর্যায়ক্রমে মালতীর প্রতি কামন্দকীর উক্তি উদারতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

Scanned with CamScanner

(৯) <u>অর্থব্যক্তি</u> - 'বস্তুস্বভাবস্ফুটত্বম্ অর্থব্যক্তিঃ' অর্থাৎ বর্ণনীয় বস্তুর স্বভাবের স্ফুটতা হচ্ছে অর্থব্যক্তি। যেমন, - 'পৃথ্বেষু - শঙ্খঅকলঙ্কবিন্দু' ইত্যাদি। এর অর্থ শঙ্খখণ্ডের তুল্য শোভাযুক্ত যার দলসমূহের পৃষ্ঠভাগ অলক্তকের ন্যায় রক্তবর্ণ রেখাদ্বারা অঙ্কিত এবং যার বহির্দল সমূহ গো-রচনার ন্যায় হরিতবর্ণযুক্ত সে কুমুদ ক্ষুদ্র জলাশয়ের জলে আমোদ উদ্গীরণ করছে। এখানে প্রথমতঃ কেশরের অগ্রভাগ শৈথিল্যবশতঃ আনত হয়েছে, ভিতরদলগুলি পরস্পরের মধ্যে বিজড়িত হয়েছে, বহির্দল সমূহ সঙ্কুচিত হয়েছে — এভাবে হ্রদকমলসমূহ ক্লেদদশা প্রাপ্ত হয়েছে।

(১০) <u>কান্তি</u> - 'দীপ্তরসত্বং কান্তিঃ' অর্থাৎ শৃঙ্গার প্রভৃতি দীপ্ত বা উজ্জ্বল রস যার, তা হচ্ছে দীপ্তরস, এর ভাব দীপ্তরসত্ব। অর্থাৎ স্পষ্ট প্রতীয়মান রসাভিব্যক্তি, এটিই কান্তি গুণ যথা "প্রেয়ান আয়মপাকৃতঃ সশপথম্"

ইত্যাদি. অর্থাৎ আয়ংকালে প্রিয়তম
(নায়ক) পাদতলে পতিত হয়ে
শপথ গ্রহণ করলেও প্রিয়তমা
নায়িকা কর্তৃক বহিষ্কৃত হল।
প্রিয়তম উন্মনা হয়ে বাসভবন
থেকে দুইতিন পদ অগ্রসর হতে
না হতেই, কামবিহ্বলা
প্রিয়তমা নায়িকা বিগলিত-
নীবীবস্ত্র হস্তে ধারণপূর্বক
স্বয়ং ধাবিত হল, এবং
প্রণাম করে প্রিয়তমের
প্রতিপথ রুদ্ধ করল। অহো,
প্রেমের কি বিচিত্র গতি,
~~[illegible]~~
এভাবে অপর রসসমূহেরও
উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।